দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

স্কুলের জমি স্বামীর নামে লিখে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা

এলাকাবাসীর সংবাদ সম্মেলন

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

জেলার মোহনপুর উপজেলার ধামিন নওগাঁ গ্রামের একদল উদ্যমী মানুষ চেয়েছিলেন গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। এ জন্য তারা জমিও দান করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সেই স্কুলের ঘরের টিন, বাঁশ, খুঁটি সব উধাও হয়ে যায়। পরে তারা জানতে পারেন, যে জমি তারা স্কুলের নামে দান করেছিলেন, তা স্বামীর নামে রেজিস্ট্রি করেছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। গত বুধবার রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন স্কুলের নামে জমিদাতারা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, ১৯৯৮ সালে জেলার মোহনপুর উপজেলার ধামিন নওগাঁ গ্রামের একদল মানুষ গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশে অনেকে সামর্থ্য অনুযায়ী জমিও দান করেন। ১৯৯৯ সালে শুরু হয় স্কুলে পাঠদান। হঠাৎ করে স্থানীয়রা দেখতে পান এক এক করে স্কুলের টিন, বাঁশ, খুঁটি সরিয়ে নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া বাসরীর স্বামী শফিকুল ইসলাম। এরপর ২০০৫ সালে স্কুলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। স্কুলের জন্য জমিদাতা নায়েব আলী ও সাহেব আলী বলেন, স্কুল বন্ধ হওয়ার পর এলাকার মানুষ জানতে পারেন, স্কুলের নামে থাকা জমি প্রধান শিক্ষিকা তার স্বামীর নামে রেজিস্ট্রি করেছেন। জমি রেজিস্ট্রি করতে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি থেকে শুরু করে সদস্যদের স্বাক্ষরও জাল করা হয়েছে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য আবুল কাশেম ও জিয়াউর রহমান অভিযোগ করেন, তারা জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য কোনো রেজুলেশনে স্বাক্ষর করেননি। স্কুলের জমিতে থাকা বাঁশ কাটার সময় তারা বিষয়টি জানতে পারেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরো অভিযোগ করা হয়, প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া বাসরী তার স্বামীর নামে জমি রেজিস্ট্রি করতে স্কুল পরিচালনা কমিটির যে রেজুলেশন ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে দলিলের মিল নেই। স্কুলে রেজুলেশনটি ২০১৪ সালের ১০ জুলাই করা হয়েছে। অথচ দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১০ সালের ১০ মে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি নায়েব আলী জানান, কাউকে কিছু না জানিয়ে জাল স্বাক্ষরে প্রধান শিক্ষিকা এই কাণ্ড করেছেন। এ নিয়ে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। মামলাও করেছেন আদালতে।

তবে অভিযুক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকা রাবেয়া বাসরীর স্বামী শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, তিনি টাকা দিয়ে জমি কিনেছেন। রেজুলেশনের স্বাক্ষরগুলো সঠিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।